সমকাল

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সরিষাবাড়ীতে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম

■ সরিষাবাড়ী (জামালপুর) সংবাদদাতা

সরিষাবাড়ীতে শুক্রবার রুদ্র বয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের যোগসাজশে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি টাকা বিতরণের অভিযোগ পাওয়া যায়।

পোগলদিঘা ইউনিয়নের রুদ্র বয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। উপবৃত্তির টাকা বিতরণের বিদ্যালয়ের নামগুলো হলো– পূর্ব বয়ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুঠিয়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিরাফৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবিন্দপটল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পশ্চিম পোগলদিঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এবং ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এক বছরের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ ফেরদৌসের যোগসাজশে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতি শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির ৩০ টাকা থেকে ৬শ' টাকা পর্যন্ত কেটে রেখে বিতরণ করেছেন। পোগলদিঘা ইউনিয়নের বগারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী পলিন মিয়ার মা পারভীন আক্তার জানান, তার ছেলের উপবৃত্তির এক হাজার ২০০ টাকার মধ্যে ৫৭০ টাকা দিয়েছে।

বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহিন মিয়ার মা এমেলি বেগম জানান, এক হাজার ২০০ টাকা উপবৃত্তির মধ্যে ৯০০ টাকা দিয়েছে। তারাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসানের মা পারভিন বেগম জানান, এক হাজার ২০০ টাকা উপবৃত্তির মধ্যে তাকে ৫০০ টাকা দিয়েছে। পুঠিয়ারপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আঁখি খাতুনের মা মিনা বেগম জানান, মেয়ের এক হাজার ২০০ টাকা উপবৃত্তি থেকে তাকে ৬০০ টাকা দিয়েছে। বগারপাড় সরকারি প্রথামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল্লাহ আল মুনছুর স্বপন জানান, পাঠদানের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়েছিলাম। শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা থেকে একশ' টাকা করে কম দিয়েছি। গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ জানান, উপবৃত্তির টাকা আমাদের দেওয়ার কথা না, টাকা দেবে ব্যাংকের লোক, কী যে বিপদে পড়েছি। বিতরণের শিট দেখেই তো টাকা বিতরণ করছি।

জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল আলিম জানান, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম হলে শিক্ষককে বরখাস্ত করা হবে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস জানান, উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারপ্রাপ্ত ইউএনও মিজানুর রহমান জানান, উপবৃত্তির টাকা থেকে টাকা অনিয়ম-দুর্নীতি হলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।